প্রথম আলো
29 JUN 2026

ইউরোপে পোশাক রপ্তানি বেশি কমেছে বাংলাদেশের

রপ্তানি খাত

ইইউর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে যে তৈরি পোশাক কেনা কমিয়েছেন, তার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কম কিনেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকের বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাজারটিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৯ শতাংশ। ইইউতে প্রতিযোগী অন্য কোনো দেশের রপ্তানি এতটা কমেনি। তার মানে ইইউতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমায় বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা বলছেন, গত বছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর চীনের ব্যবসায়ীরা ইইউর বাজার ধরার জন্য আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে মূল্যছাড়ে ইইউর ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়াদেশ নিতে শুরু করেন চীনারা। ভারতের সঙ্গে ইইউর মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (এফটিএ) হওয়ায় কিছু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পার্শ্ববর্তী দেশটিতেও ব্যবসা বাড়াচ্ছে। আবার ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাজারটিতে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমে গেছে। সব মিলিয়ে তাই ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। এতে উদ্যোক্তারা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

বাংলাদেশের রপ্তানি কমে যাওয়ার চিত্রটি ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) চীন, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৭৭৭ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ইইউর ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ কম।

ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সব সময়ই চীনের আধিপত্য। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি ৭৯৫ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের প্রথম চার মাসের তুলনায় ৪ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। তার মানে সামগ্রিকভাবে ইইউর ব্যবসায়ীরা তৈরি পোশাক কেনা যতটা কমিয়েছেন, সেই তুলনায় চীন থেকে ততটা কমাননি।

> **চীন যখন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন শুরু করল, তখন তাদের রাষ্ট্র সহায়তা করেছে। আর আমাদের সরকার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিয়েছে।**
>
> ফজলুল হক, সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি উল্টো। ইইউর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশ থেকে গড়ে যে তৈরি পোশাক কেনা কমিয়েছেন, তার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কম কিনেছেন। এই বাজারে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ ৬০৯ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। গত বছরের একই সময়ে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছিল ৭৫৪ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক। তার মানে এবার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তিন কারণে ইইউতে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমছে। এক. বাজারটিতে ভোক্তা পর্যায়ে তৈরি পোশাকের চাহিদা কমেছে। দুই. চীন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন করে ক্রয়াদেশ নিচ্ছে। তিন. ভারতের সঙ্গে এফটিএ হওয়ায় ইইউ অনেক ক্রেতা দেশটিতে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে। এক বছরের মধ্যে এটি অনেক বাড়বে। আমরা এসব বিষয় সরকারের উচ্চপর্যায়ে অবহিত করেছি।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রথম ১১ মাসে ৩ হাজার ৫৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে ইইউর বাজারে গেছে ৪৯ শতাংশ বা ১ হাজার ৭৩৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এ সময়ে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ।

সুবিধাজনক অবস্থানে ভিয়েতনাম

চীন ও বাংলাদেশের পর ইইউতে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হলো তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া। তার মধ্যে তুরস্ক গত জানুয়ারি-এপ্রিল সময়ে ২৪২ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ১৬ শতাংশ। তারপর ভারত ১৬৪ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক রপ্তানি করলেও তাদের রপ্তানি কমেছে ১২ শতাংশ।

শীর্ষ ১০ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকের মধ্যে ভিয়েতনামের রপ্তানি সবচেয়ে কম কমেছে, শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ। ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ১৩৭ কোটি ইউরোর তৈরি পোশাক। এ ছাড়া কম্বোডিয়ার ১২, পাকিস্তানের ১৮, মরক্কোর ৯, শ্রীলঙ্কার সাড়ে ১৪ ও ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের রপ্তানি কেন কমছে

ইইউর বাজারে চীন বাংলাদেশের চেয়ে বেশি অর্থের তৈরি পোশাক রপ্তানি করলেও পরিমাণের দিক থেকে দেশটি পিছিয়ে। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে চীন ৪১ কোটি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। তার বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৪৪ কোটি কেজি তৈরি পোশাক, যা গত বছরের তুলনায় ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ কম। পরিমাণের দিক থেকে চীনের কমেছে সোয়া ৩ শতাংশ।

ইইউতে চীনের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে মূলত তৈরি পোশাকের দামে। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে চীন প্রতি কেজি তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ১৯ দশমিক ৪৪ ইউরোতে। আর বাংলাদেশ প্রতি কেজি রপ্তানি করেছে ১৩ দশমিক ৯৬ ইউরোতে। যা কিনা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ১০ শতাংশ কম। চীনের দাম কমেছে মাত্র ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ। যদিও তুরস্ক, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার রপ্তানি করা প্রতি কেজি তৈরি পোশাকের দাম বেড়েছে। ভারতের কমেছে পৌনে ৫ শতাংশ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'চীন যখন ইইউতে আগ্রাসী বিপণন শুরু করল, তখন তাদের রাষ্ট্র সহায়তা করেছে। আর আমাদের সরকার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকগুলো খারাপ অবস্থা থাকায় সহায়তা না পেয়ে অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে কিংবা তাদের রপ্তানি বন্ধ হয়েছে। তা ছাড়া ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতাদের চীনাদের কম দাম অফার করার সুযোগ ছিল না।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

29 JUN 2026

পোশাক খাতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের অভিঘাত, কমছে ক্রয়াদেশ

বাংলাদেশ

ইরান যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে। জ্বালানিসংকট, ব্যয় বৃদ্ধি ও কমে যাওয়া ক্রয়াদেশে চাপ বাড়ছে।

দ্য ইকোনমিস্ট

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ আপাতত শেষ হলেও তার অভিঘাত টের পাচ্ছে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতিতে দেশের শিল্প খাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প, চাপে পড়েছে।

বাংলাদেশের স্পিনিং, নিটিং ও ডাইং মিলগুলো ব্যাপকভাবে গ্যাস ও পেট্রোকেমিক্যালনির্ভর। বাস্তবতা হলো, এই তেল ও গ্যাসের প্রায় ৯৫ শতাংশই আসে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। ফলে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় গেছে বেড়ে।

এর মধ্যে গত ৬ জুন বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান আল-মুসলিম গ্রুপ তাদের নিটওয়্যার ও ডেনিম কারখানার প্রায় ১ হাজার ৯০০ শ্রমিক ছাঁটাই করেছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করেন, যাঁদের বেশির ভাগই নারী। পশ্চিমা ব্র্যান্ড যেমন জারা ও এইচঅ্যান্ডএমের জন্য পোশাক তৈরি করেন তাঁরা। এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৪ কোটি মানুষ। সংখ্যাটির তাৎপর্য হলো, এটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। গত বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগই এসেছে পোশাক খাত থেকে, জিডিপিতেও তার অবদান ১৩ শতাংশ। পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের ওপরে আছে শুধু চীন।

তবে এই খাত আগে থেবেই সংকটে আছে। ২০২৪ সালে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই বিদেশি ক্রেতাদের আস্থায় ধাক্কা লাগে বলে মন্তব্য করেন শিল্প বিশ্লেষক মেহেদী মাহবুব।

সেই সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, পাঁচটি কারখানায় আগুন দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের কারাবন্দী বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতারও পোশাক কারখানা ছিল। গত তিন বছরে ৪০০টির বেশি কারখানা বন্ধ হয়েছে।

গত মে মাসে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় গড়ে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকত। চট্টগ্রামের কোথাও কোথাও দিনে আট ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হয়েছে। উৎপাদন চালিয়ে যেতে অনেক কারখানা ডিজেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করছে।

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভের আবিল বিন আমিন বলেন, এই শিল্প দক্ষতানির্ভর, সেখানে জেনারেটর চালু করতেই যদি ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে, তা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে—এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

উৎপাদনে বিলম্ব, জাহাজীকরণে বিঘ্ন ও পশ্চিমা দেশগুলোর ক্রেতাদের কম চাহিদার কারণে বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছে। এক জ্যাকেট কারখানার মালিক আবদুল্লাহ হিল নকিব বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর তাঁর কারখানার ক্রয়াদেশ প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে টানা দশম মাসের মতো পোশাক রপ্তানি কমেছে; বছরওয়ারি হিসাবে তা কমেছে ৮ শতাংশ।

বেড়েছে কাঁচামালের খরচ

তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে কাঁচামালের খরচও বেড়েছে। পোশাক তৈরির মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ যায় কৃত্রিম তন্তু, রং, ফিনিশিং কেমিক্যাল, প্লাস্টিক বোতাম ও চেইনে, যেগুলোর বেশির ভাগই পেট্রোকেমিক্যালনির্ভর।

বাংলাদেশে প্রায় ৩০ শতাংশ পোশাক পলিয়েস্টার ফাইবার ও সুতা দিয়ে তৈরি হয়, যার মূল উপাদান ন্যাফথা। যুদ্ধ শুরুর পর ন্যাফথার দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। এ ছাড়া উৎপাদনব্যবস্থাও খণ্ডিত। কিছু সমন্বিত টেক্সটাইল মিল থাকলেও বেশির ভাগ কারখানায় উৎপাদনের একটি অংশ সম্পন্ন হয়। নকিবের হিসাবে, পরিবহন ব্যয় বেড়েছে ৩০ শতাংশ।

সংকটগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দিতে মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এর বড় অংশই বরাদ্দ দেওয়া হয় পোশাক খাতের জন্য। তবে এই ঋণের সুদহার প্রায় ৭ শতাংশ। উদ্যোক্তারা এমনিতে চাপে আছেন, তাঁদের জন্য এটা কঠিন।

এদিকে কোভিড মহামারির সময় উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও বড় ব্র্যান্ডগুলো পোশাকের দাম বাড়াতে রাজি হয়নি। এবারও একই পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০টি কারখানায় অন্তত ৯ হাজার ৫০০ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যে শ্রম অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, এবার তার চেয়েও বেশি হবে—এমন শঙ্কা আছে।

মাধবপুরের কোরটেক্স অ্যাপারেলসে কাজ করা সামলী খাতুন ৭ জুন কারখানায় গিয়ে দেখেন, ফটকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ঝুলছে। তাঁর ভাষায়, 'নতুন কাজ পাওয়া আমার জন্য খুব কঠিন হবে। নারী হিসেবে সুযোগও কম। হয়তো আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
29 JUN 2026

২০২৬-২৭ বিপণন বছর

বৈশ্বিক খাদ্যশস্য উৎপাদন পূর্বাভাস বাড়াল আইজিসি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

২০২৬-২৭ বিপণন বছরের জন্য সামগ্রিক বৈশ্বিক শস্য উৎপাদনের পূর্বাভাস বাড়িয়েছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রেইন্স কাউন্সিল (আইজিসি)। আন্তর্জাতিক এ সংস্থার ২৫ জুন প্রকাশিত সর্বশেষ বাজার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভুট্টা, গম ও বার্লির উৎপাদন পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় আগের মাসের পূর্বাভাসের চেয়ে এবার বিশ্বব্যাপী শস্য উৎপাদন ১ কোটি ২০ লাখ টন বেশি হতে পারে। খবর ওয়ার্ল্ড-গ্রেইন ডটকম।

নতুন এ সংশোধনের পর ২০২৬-২৭ বিপণন বছরে মোট বৈশ্বিক শস্য উৎপাদন ২৪২ কোটি ৬০ লাখ টনে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, এ সংশোধিত পূর্বাভাস পণ্যবাজারের জন্য ইতিবাচক খবর হলেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কমই থাকছে। পূর্বাভাসটি সত্যি হলে উৎপাদন গত ২০২৫-২৬ বছরের রেকর্ড ২৪৮ কোটি ৮০ লাখ টনের চেয়ে ২ শতাংশ কম হবে। ফলে টানা চার বছর বাড়ার পর এবারই প্রথম বিশ্বজুড়ে সামগ্রিক শস্য উৎপাদন কমতে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কৃষি খাত বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যার মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন অন্যতম। প্রতিবেদনে আইজিসি উল্লেখ করেছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় আবহাওয়ার বিশেষ অবস্থা 'এল নিনো' এখন সক্রিয় রয়েছে এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এটি আরো শক্তিশালী হতে পারে। এ আবহাওয়া পরিস্থিতি প্রধান কৃষি অঞ্চলে চাষাবাদ ব্যাহত করতে পারে। সংস্থাটি জানায়, এর ফলে ফসলের ফলন কম-বেশি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ গোলার্ধের আগামী দিনগুলোর ফসলের ওপর এর প্রভাব পড়ার শঙ্কা আছে। তবে এ মুহূর্তে এর সঠিক প্রভাব কতটা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

আবহাওয়ার পাশাপাশি কৃষি উপকরণের দামও বাজারে বড় প্রভাব ফেলছে। গত কয়েক মৌসুম ধরে বিশ্বজুড়ে কৃষকরা সারের উচ্চ মূল্য নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। তবে প্রতিবেদনে কিছুটা স্বস্তির কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, সম্প্রতি কৃষি উপকরণের দাম কমে যাওয়ায় চাষীরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন, যা বিশ্বব্যাপী নতুন করে চাষাবাদের সিদ্ধান্ত সহজ করতে সাহায্য করতে পারে।

আলাদা করে প্রধান ফসলের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রধান খাদ্যশস্যগুলোর উৎপাদনে ভিন্ন ধারা রয়েছে। আইজিসির হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী গমের উৎপাদন হতে পারে ৮২ কোটি ১০ লাখ টন, যা আগের বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ কম। অন্যদিকে ভুট্টার উৎপাদন ২ শতাংশ কমে ১৩১ কোটি টনে নামতে পারে। তবে গম ও ভুট্টার উৎপাদন সামান্য কমলেও বিশ্বব্যাপী এ প্রধান পণ্যগুলোর শক্তিশালী চাহিদার কারণে এগুলোর ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশা করছে সংস্থাটি।

গম ও ভুট্টার উৎপাদন কিছুটা কমলেও সয়াবিনের উৎপাদন পরিস্থিতি বেশ ইতিবাচক। কাউন্সিল আশা করছে, আগের বছরের চেয়ে সয়াবিনের উৎপাদন ৩ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৪৪ কোটি ২০ লাখ টনে দাঁড়াবে। এ রেকর্ড উৎপাদনের পাশাপাশি সয়াবিনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবহার যথাক্রমে ১৯ কোটি ও ৪৪ কোটি ৫০ লাখ টনের রেকর্ড ছুঁতে পারে। ব্যাপক সরবরাহের কারণে সয়াবিনের ব্যবহার নতুন উচ্চতায় পৌঁছলেও এর বৈশ্বিক মজুদ কিছুটা কমে আসতে পারে।

উৎপাদনের এ ওঠানামা এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ওপর প্রভাব ফেলেছে। গম, ভুট্টা, বার্লি ও সয়াবিনের সরবরাহ পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এগুলোর দাম বেশ কমেছে। ফলে আইজিসির শস্য ও তেলবীজ মূল্যসূচক আগের মাসের তুলনায় ৪ দশমিক ৭ শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে ভুট্টার দাম সবচেয়ে বেশি ৭ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। বিশ্ববাজারে এ দাম কমার প্রবণতার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল চাল। চালের দাম উল্টো ৫ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশির ভাগ শস্যের দাম কমলেও বার্ষিক ভিত্তিতে সামগ্রিক মূল্যসূচক এখনো ৩ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি রয়েছে।

IGC

> **সংশোধনের পর ২০২৬-২৭ বিপণন বছরে মোট বৈশ্বিক শস্য উৎপাদন ২৪২ কোটি ৬০ লাখ টনে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পূর্বাভাসটি সত্যি হলেও খাদ্যশস্য উৎপাদন গত ২০২৫-২৬ বছরের রেকর্ড ২৪৮ কোটি ৮০ লাখ টনের চেয়ে ২ শতাংশ কম হবে। ফলে টানা চার বছর বাড়ার পর এবারই প্রথম বিশ্বজুড়ে সামগ্রিক শস্য উৎপাদন কমতে যাচ্ছে**

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

29 JUN 2026

Govt takes twin-track approach to retain EU duty-free access

Dhaka pushes for both FTA and GSP Plus as LDC graduation clock is ticking

RACE TO RETAIN EU DUTY-FREE ACCESS

Options Free Trade Agreement (FTA) | EU GSP Plus

FTA	GSP Plus
Negotiations under way	Bangladesh working to meet eligibility conditions
Could be FTA, CEPA or Economic Partnership Agreement	Requires compliance with 32 international conventions
Negotiations likely to take years	May not fully benefit garments because of safeguard rules
Would preserve international export competitiveness	Labour reforms are key requirement

Govt strategy

Pursue both tracks simultaneously while seeking to delay LDC graduation

What the EU means for Bangladesh

- More than 50% of Bangladesh's exports go to the EU
- 94% of EU imports from Bangladesh are textiles
- Bangladesh is the largest EBA beneficiary of EU

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh is pursuing a dual-track strategy to retain duty-free access to the European Union after graduating from the least developed country (LDC) category, negotiating a free trade agreement (FTA) with the bloc while also seeking to qualify for its GSP Plus trade preference scheme.

With the clock ticking towards the end of its LDC trade privileges, businesses say that failing to secure an alternative arrangement could dent the country's export competitiveness in its largest overseas market and hurt the overall economy.

The stakes are high as nearly half of Bangladesh's merchandise exports are shipped to the EU. To the European market, they currently enjoy duty-free and quota-free access under the Everything But Arms (EBA) scheme for least developed countries.

The pressure is greater because the two biggest competitors of Bangladesh in the apparel market, India and Vietnam, already have trade agreements with the EU. Once Bangladesh loses its LDC preferences, exporters fear the market peers will gain a further competitive edge.

Bangladesh is scheduled to graduate from LDC status in November this year. The government has, however, sought a three-year postponement, and officials say the response from the relevant UN body has so far been positive.

Even if the graduation goes ahead as scheduled, the EU has agreed to continue its trade preferences for Bangladesh for another three years. That means regular tariffs will come into effect from 2029 under the current timeline.

Studies have estimated that Bangladesh could lose exports worth as much as $17.5 billion a year after graduation, as around 73 percent of the country's exports currently benefit from LDC-related preferences.

"Eventually, we are heading towards signing an FTA with the EU, but it may take a long time because of the negotiations by both parties," Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir told The Daily Star over the phone.

Negotiating an FTA, however, is rarely a quick process. India, for example, took around two decades to conclude its trade agreement with the EU.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
29 JUN 2026

Referring to the lengthy process, the commerce minister said, "But at the same time, we should not keep the EU market as a vacuum as it is the largest export destination for Bangladesh."

That is why Bangladesh is pursuing both options at the same time, while giving priority to concluding an FTA as early as possible, Muktadir said.

FTA OR GSP PLUS?

Bangladesh has been negotiating with major trading partners to secure duty-free market access after LDC graduation, either through free trade agreements or preferential trading arrangements such as GSP Plus.

With the EU, discussions are at an early stage. Both sides have been exchanging letters to prepare the ground for formal negotiations, whether for an Economic Partnership Agreement (EPA), a conventional FTA or a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Recently, the European Commission replied to a commerce ministry letter sent last October, saying it was carrying out an internal assessment before deciding whether to launch formal negotiations with Bangladesh.

At the same time, Dhaka is continuing its efforts to qualify for GSP Plus, which offers tariff preferences to developing countries that meet a series of international standards on labour rights, human rights, environmental protection and good governance.

Speaking on condition of anonymity, a senior commerce ministry official said Bangladesh has already fulfilled most of the requirements under the 32 international conventions linked to GSP Plus eligibility.

The official said recent labour reforms have strengthened Bangladesh's position.

Parliament amended the labour law last year in line with recommendations from the International Labour Organisation (ILO). Bangladesh has also ratified three ILO conventions covering occupational safety, workplace health and protection from violence and harassment.

"We are continuing negotiations with the EU for both GSP Plus status and FTA signing as we know the importance of the EU markets," the official said.

The ministry is also closely watching the outcome of Bangladesh's request to defer its LDC graduation. The proposal is expected to go before the UN General Assembly in September after a recommendation from the UN Economic and Social Council (UN ECOSOC).

Officials believe that if Bangladesh's graduation is postponed, the EU grace period could also be extended.

'FTA OFFERS MORE DURABLE SOLUTION'

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), said Bangladesh's progress on labour reforms would support both GSP Plus and FTA negotiations.

However, he said the government should focus more on securing an FTA because it offers a more durable solution for retaining preferential access to the European market.

Razzaque also questioned how much Bangladesh would ultimately gain from GSP Plus.

Under the EU GSP rules for 2024-34, clothing exports from a GSP Plus beneficiary country would lose preferential treatment if they exceed the 6 percent import thresholds.

Bangladesh already accounts for nearly 20 percent of the relevant clothing imports into the EU, well above the threshold.

The EU GSP rules also mention that clothing imports from a GSP Plus beneficiary should not account for more than 37 percent of all GSP-covered clothing imports into the EU. Bangladesh's current share is close to 50 percent, raising questions over how much of its apparel exports would actually qualify for zero-duty treatment even if it secures GSP Plus.

Bangladesh has been a member of the World Trade Organization (WTO) since 1995 and currently enjoys duty-free, quota-free access to the EU market under the Everything But Arms (EBA) arrangement, which covers all products except arms and ammunition.

THE TRADE PICTURE

The EU began enhanced engagement with Bangladesh under the EBA arrangement in 2017 to monitor compliance with international conventions on labour rights and human rights.

In 2025, Bangladesh was the EU's 35th largest trading partner, accounting for 0.5 percent of the bloc's total goods trade. For Bangladesh, however, the EU was its largest trading partner, representing 21.5 percent of the country's total exports.

Trade in goods between Bangladesh and the EU reached €23.3 billion in 2025, with the EU running a trade deficit of €19.1 billion.

Textiles dominated Bangladesh's exports, accounting for almost 94 percent of EU imports from the country. EU exports to Bangladesh were led by machinery and appliances, which made up 36 percent of shipments, followed by chemical products at 24 percent.

Trade in services stood at €1.5 billion in 2024, while total trade in goods and services reached €23.8 billion.

Bangladesh is the largest beneficiary of the EU Everything But Arms scheme. In 2024, exports worth €19 billion entered the bloc under the arrangement, with a utilisation rate of 96 percent.

EU's foreign direct investment stock in Bangladesh stood at €2.5 billion in 2024, while Bangladesh's investment stock in the EU totalled €86 million, according to the European Commission.

Faisal Samad, a director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said exporters are concerned about retaining duty-free access to their largest market after LDC graduation.

"We are also working with the government by giving recommendations for retaining the zero-duty market access to the EU in the post-LDC period," Faisal Samad told The Daily Star over the phone.

"But at the same time, we should keep open all of the avenues of negotiation with the EU so that we do not miss any opportunities," he said.

Kazi Farms ships 10,440 hatching eggs to Nigeria

STAR BUSINESS REPORT

Kazi Farms Limited has exported 10,440 parent hatching eggs to Nigeria in a shipment valued at $18,729, further strengthening Bangladesh's poultry exports to the African market.

This is the first-ever hatching egg export consignment under the present government, according to a press release issued by the Ministry of Fisheries and Livestock yesterday.

The exported items are of the Ross 308 broiler breed, the press release said.

Sultan Salauddin Tuku, state minister for fisheries and livestock State, said the government has set a target of exporting high-quality livestock products to international markets after meeting domestic demand.

He was speaking as the chief guest at a function marking the exports to Nigeria, held at the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka.

"Our main objective is to export livestock products to international markets after fulfilling local requirements. This export will significantly boost the national economy and accelerate the country's overall development," he said.

Terming the inaugural consignment a historic milestone, the state minister said it opens up new horizons for diversifying Bangladesh's export basket.

"When Bangladesh successfully exports products after satisfying its domestic demand, it reflects our national capability. This is not merely a commercial venture, but a prestigious international recognition of our livestock industry," he added.

He expressed optimism that the volume of such exports would increase further in the future, playing a pivotal role in earning foreign exchange.

Md Shahzaman Khan, director general of the Department of Livestock Services, said the department is working tirelessly under the ministry's guidance to build an internationally compliant livestock sector.

The Daily Star

29 JUN 2026

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

29 JUN 2026

12 Chinese cos offer to invest $9.21b in Bangladesh

FE REPORT

Some 12 Chinese companies, ranging from agriculture, education, power and energy to transport and climate change, have given proposals to make investments worth US$9.21 billion in Bangladesh.

They made their proposals following meetings with Prime Minister Tarique Rahman during his recent visit to China.

The investment proposals were presented when the chief executives and senior representatives of the 12 companies met Prime Minister Tarique Rahman in Beijing on June 25.

Ashik Chowdhury, Executive Director of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), who was present at the meeting, said on Saturday that political stability had been restored following the assumption of office by the newly-elected BNP government, creating renewed investor confidence.

He said Bangladesh also presented a five-year tax outlook for the first time, highlighting policy stability and long-term predictability to prospective foreign investors.

Sichuan Road and Bridge Group Company Limited came up with a proposal to invest $4.5 billion in Dhaka-Chattogram highway PPP project to enhance national connectivity and economic growth.

Zhongxin Environmental Protection Group would invest $1.650 billion for establishing an e-waste plant at Payra Port Industrial Zone.

Shanghai SUS Environment Co. Ltd. proposed to invest $890 million in developing waste-to-energy (WTE) plants in Narayanganj, Gazipur, Dhaka South City Corporation and Chattogram.

China Civil Engineering Construction Corporation, a giant China government-owned contractor which has experience of working in Bangladesh for many years would like to invest $650 million.

The giant Chinese contractor will invest to develop and operate Mongla port economic zone to attract Chinese manufacturing industries and build a bond warehouse for the importation purpose.

It will help the Mongla port to be a new logistics hub which is expected to generate 50,000 jobs.

China Future Energy Group Holding Limited proposed an investment of $250 million for gas field exploration and development.

Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. proposed investing $250 million in manufacturing electric smart meters,

Huaxin Textile Industry Co. Ltd. proposed an investment of US$190 million for expanding recycled cotton and yarn production, manufacturing cylindrical lithium batteries and establishing a 200 MW captive solar power plant in the Payra Port Industrial Zone.

jasimharoon@yahoo.com

ঢাকা।

The Financial Express

29 JUN 2026

NON-COMPLIANCE WITH CONTRACTS

BGMEA warns against deals with Chinese firm

FE REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has warned its member factories against entering new business deals with a China-based fabric supplier, citing non-compliance with trade contracts.

In a notification issued on June 23, the apex apparel body said it had received a written complaint from Fashion Power Bangladesh Ltd against China's Changzhou Fitzone Import and Export Co Ltd.

It said the Chinese supplier had failed to properly fulfil the business agreement and promises made, resulting in financial losses and business complications for Fashion Power.

> It received a complaint against Changzhou Fitzone Import and Export Co Ltd

The notice added the BGMEA was currently reviewing the issue.

To protect the interests of Bangladesh's ready-made garment industry, the BGMEA advised its member companies to exercise utmost caution and conduct proper due diligence before conducting business transactions, placing purchase orders, arranging letters of credit (LCs), or concluding new contracts with Changzhou.

"If any member conducts business activities with the mentioned company by ignoring this cautionary instruction of the BGMEA, it will have to bear any risk, loss, or liability arising from the related transaction," it warned.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
29 JUN 2026

Domestic packaging sector remains 'largely undervalued'

Necessary policy supports can raise the sector's export earnings to $24b annually: Insiders

YASIR WARDAD

- Local packaging sector now fetches around $422m a year
- Size of the industry is nearly $700m
- Declaration of paper and packaging as Product of the Year 2026 is widely welcomed

As Bangladesh prepares for LDC graduation and seeks to diversify its export basket, the packaging industry stands out as one of the most promising yet undervalued sectors of the economy.

According to insiders, some policy changes can help the sector fetch at least $24 billion annually from the global market provided that deemed-export status, tax reforms, ease of doing business, faster customs procedures, simplified duty drawback mechanisms etc are ensured.

Packaging has emerged as an essential component of modern manufacturing, trade, food safety, healthcare, branding and export competitiveness, they said.

Every day, millions of consumers use packaging products for toothpaste tube used in the morning, the biscuit packet opened at breakfast, the medicine blister pack, the shampoo sachet, the cooking oil pouch, and the packaging used for rice, flour, spices and countless consumer and other goods.

According to the Bangladesh Flexible Packaging Industry Association (BFPIA), the local market emerged as an $800 million in 2025, 80 per cent of which is met from the domestic market.

Data from the Export promotion Bureau (EPB) revealed that exports earnings from the sector stood at $422 million in FY2025.

The story of Bangladesh's modern packaging industry began nearly five decades back in 1978 with Tampaco Group pioneered the country's first flexible foil packaging manufacturing operations.

What started as a niche manufacturing activity has gradually evolved into a sophisticated industrial ecosystem serving local companies, multinational corporations and export-oriented industries across the country, said Safius Sami Alamgir, President of the Bangladesh Flexible Packaging Industries Association (BFPIA) and Managing Director of Tampaco Group.

"Packaging serves as a critical backward linkage sector supporting garments, pharmaceuticals, food processing, agro-processing, consumer goods, electronics and numerous other industries. Every increase in manufacturing output inevitably creates additional demand for packaging solutions", he said.

Mr. Alamgir said packaging is one of the few sectors that simultaneously support industrialisation, consumer protection, food security, healthcare and exports.

As Bangladesh's manufacturing base expands, the importance of a strong domestic packaging industry will only continue to grow, he observed.

According to him, packaging acts as a strategic driver for economic growth with its pivotal roles in strong domestic demand, extensive backward and forward linkages, employment generation, technology transfer and significant export potential.

He said the sector's potential will require targeted policy support including ease of doing business, faster customs procedures and simplification of duty drawback mechanisms.

The sector needs recognition as a deemed export to attract both local and foreign investments, he added.

Mr. Alamgir said broader access to partial bond facilities for export-oriented manufacturers, tax rationalisation, and greater support for sustainable manufacturing initiatives would help boost shipment.

"Investors are looking for three things: ease of doing business, good governance and a business-friendly environment. If these fundamentals can be ensured, investment and exports will follow," he said.

Rezwan Ahmed, Managing Director of Mahtab Flexibale Printing Ltd, said the growing importance of the sector was reflected in the overwhelming response to the 1st International Dhaka Industrial Packaging Expo 2026, organised by BFPIA.

The three-day event brought together industry leaders, manufacturers, suppliers, multinational companies, policymakers and international stakeholders, highlighting the sector's increasing strategic significance, he said.

The event reinforced growing recognition of packaging as a strategic industry capable of attracting investment, generating employment and supporting Bangladesh's broader export ambitions, he mentioned.

Mr. Rzwan said the local packaging industry has grown into a multi-million sector employing 0.1 million workers directly and indirectly, thus supporting a much larger manufacturing ecosystem.

According to industry insiders, Akij Biax Films Limited has recently invested approximately Tk10 billion in domestic production of packaging films that were previously imported, significantly strengthening local value addition and reducing import dependence.

Mr Ahmed said international companies such as Siegwerk from Germany and Sakata INX from Japan have also established manufacturing and supply operations in Bangladesh, which reflects growing confidence in the country's packaging sector and its long-term prospects.

Parvez Ahmed, Director of North Pack, said globally, the packaging sector has immense potential.

The industry is estimated to be worth approximately $ 1.28 trillion in 2025 and is projected to reach nearly $1.75 trillion by 2035.

He said the commerce minister recently told the local operators to set up a 2.0 per cent target of the global market.

"If necessary policy support is ensured, we would be able to fetch at least $24 billion annually from the export market," he said.

The government's recent decision to recognise "Paper and Packaging" as the Product of the Year 2026 has been welcomed across the industry as a significant policy signal, Mr. Parvez added.

tonmoy.wardad@gmail.com

The Business Standard

29 JUN 2026

11 China firms willing to invest $9.21b in Bangladesh

Chinese firms made investment proposals to PM Tarique

- They show interest in energy, ports, logistics, recycling, education, connectivity

- Largest $4.5b proposal made to upgrade Dhaka-Chattogram Highway
- Bida chief says figures preliminary, can't assess if investments will materialise

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

$1.65b has been proposed for e-waste recycling, $800m for waste-to-energy sector

Eleven Chinese companies and state-owned enterprises have proposed investing $9.21 billion in Bangladesh after their chief executives and senior representatives, spanning various sectors, met Prime Minister Tarique Rahman in Beijing on Thursday, according to company-wise investment proposals obtained by The Business Standard.

However, officials cautioned that the figures remain preliminary. "These numbers were proposed by the companies themselves," Bangladesh Investment Development Authority (Bida) Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun told TBS.

"We have not yet carried out any verification or due diligence, so we cannot assess the likelihood of these investments materialising," he added.

The $9.21b proposed investment

Among the proposed investments, China's state-owned Sichuan Road and Bridge Group has expressed interest in investing $4.5 billion in the Dhaka-Chattogram Highway under a public-private partnership (PPP) arrangement. The company has proposed enhancing national connectivity through the project.

The Chinese company's interest comes at a time when the Chinese government has proposed connecting Kunming with Bangladesh's ports of Cox's Bazar-Chattogram, Mongla and Payra through Myanmar. Foreign Minister Khalilur Rahman said at a press briefing on his China visit that Bangladesh is reviewing the proposal.

Bangladesh is also planning to upgrade the Dhaka-Chattogram Highway. The Roads and Highways Department has already submitted a Tk71,000 crore project proposal to the Planning Commission for improving the route. Meanwhile, the Bridges Division is working on a separate plan to transform the key highway into an elevated expressway.

Meanwhile, China's Zhongxin Environmental Protection Group has expressed interest in investing $1.65 billion to establish an e-waste recycling and disposal industrial project at the Payra Port Industrial Zone.

Shanghai Environment Co Ltd has also shown interest in investing $800 million in Bangladesh's waste-to-energy sector. The company plans to invest in projects in Narayanganj, Gazipur and Dhaka South City Corporation areas.

China Shandong Zhongxin Pharmaceutical has proposed setting up a large-scale medical herb cultivation industry in Bangladesh. The company expressed interest in investing $190 million and said all products produced at the facility would be exported to China. The project would require 25,000 bigha of land and create employment opportunities for 50,000 people.

China Kepel Education Group has expressed interest in investing $270 million to establish universities and vocational training institutes in Bangladesh.

China's largest rolling stock manufacturer, CRRC Ziyang, is reportedly interested in establishing a rolling stock assembly plant jointly with Bangladesh Machine Tools Factory. The Chinese company has proposed investing $190 million in the sector.

Huasin Textile Industries Co Ltd has expressed interest in investing $190 million to expand recycled cotton production, manufacture cylindrical lithium batteries and establish a 200MW solar power plant at the Payra Port Industrial Zone.

China's largest logistics company, SF Express, plans to invest $180 million to establish a cold-chain logistics facility and bonded warehouse at Mongla Port. The company believes the project will help expand e-commerce and exports.

Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd has proposed investing $250 million

proposal made to upgrade Dhaka-Chattogram Highway

figures preliminary, can't assess if investments will materialise

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

$1.65b has been proposed for e-waste recycling, $800m for waste-to-energy sector

Eleven Chinese companies and state-owned enterprises have proposed investing $9.21 billion in Bangladesh after their chief executives and senior representatives, spanning various sectors, met Prime Minister Tarique Rahman in Beijing on Thursday, according to company-wise investment proposals obtained by The Business Standard.

However, officials cautioned that the figures remain preliminary. "These numbers were proposed by the companies themselves," Bangladesh Investment Development Authority (Bida) Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun told TBS.

"We have not yet carried out any verification or due diligence, so we cannot assess the likelihood of these investments materialising," he added.

The $9.21b proposed investment

Among the proposed investments, China's state-owned Sichuan Road and Bridge Group has expressed interest in investing $4.5 billion in the Dhaka-Chattogram Highway under a public-private partnership (PPP) arrangement. The company has proposed enhancing national connectivity through the project.

The Chinese company's interest comes at a time when the Chinese government has proposed connecting Kunming with Bangladesh's ports of Cox's Bazar-Chattogram, Mongla and Payra through Myanmar. Foreign Minister Khalilur Rahman said at a press briefing on his China visit that Bangladesh is reviewing the proposal.

Bangladesh is also planning to upgrade the Dhaka-Chattogram Highway. The Roads and Highways Department has already submitted a Tk71,000 crore project proposal to the Planning Commission for improving the route. Meanwhile, the Bridges Division is working on a separate plan to transform the key highway into an elevated expressway.

Meanwhile, China's Zhongxin Environmental Protection Group has expressed interest in investing $1.65 billion to establish an e-waste recycling and disposal industrial project at the Payra Port Industrial Zone.

Shanghai Environment Co Ltd has also shown interest in investing $800 million in Bangladesh's waste-to-energy sector. The company plans to invest in projects in Narayanganj, Gazipur and Dhaka South City Corporation areas.

China Shandong Zhongxin Pharmaceutical has proposed setting up a large-scale medical herb cultivation industry in Bangladesh. The company expressed interest in investing $190 million and said all products produced at the facility would be exported to China. The project would require 25,000 bigha of land and create employment opportunities for 50,000 people.

China Kepel Education Group has expressed interest in investing $270 million to establish universities and vocational training institutes in Bangladesh.

China's largest rolling stock manufacturer, CRRC Ziyang, is reportedly interested in establishing a rolling stock assembly plant jointly with Bangladesh Machine Tools Factory. The Chinese company has proposed investing $190 million in the sector.

Huasin Textile Industries Co Ltd has expressed interest in investing $190 million to expand recycled cotton production, manufacture cylindrical lithium batteries and establish a 200MW solar power plant at the Payra Port Industrial Zone.

China's largest logistics company, SF Express, plans to invest $180 million to establish a cold-chain logistics facility and bonded warehouse at Mongla Port. The company believes the project will help expand e-commerce and exports.

Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd has proposed investing $250 million to set up a smart electric meter manufacturing plant in Bangladesh.

China Civil Engineering Construction Corporation has proposed investing $650 million to establish the Mongla Port Economic Zone, build bonded warehouses and attract Chinese investment. The Bangladesh Economic Zones Authority (Beza) has already signed an agreement with the state-owned Chinese company to develop the economic zone.

China Future Energy Group Holdings has expressed interest in investing $250 million to extract gas from Bhola under a production sharing contract in partnership with Bapex.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো